॥ বন্যারোধের প্রাথমিক শর্ত হল নদীর নাব্যতা অটুট রাখা ॥

প্রবল বর্ষণের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর কিংবা হুগলির খানাকুল সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিমত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । প্লাবিত হয়েছেন হাওড়া-হুগলি সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ । এই বন্যায় এক কিশোরীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে । ভেসে গেছে শস্যক্ষেত্র, কোন কোন ক্ষেত্রে গবাদি পশুও । সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে জাতীয় সম্পদ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি । সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ এখনও করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । সবচাইতে বড়ো কথা হল এটা কিন্তু কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, এই ধরনের বন্যা পরিস্থিতি প্রত্যেক বছরেই প্রায় গোটা রাজ্য জুড়েই তৈরি হয় ।

দক্ষিণবঙ্গের নদী সমূহের নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণেই যে এই বন্যা এ নিয়ে কোনোরকম দ্বিমত থাকতেই পারে না এবং নেইও । পলি জমে জমে নদীগর্ভের গভীরতা কমে যাওয়ার ফলে সামান্য ভারি বর্ষণেই দুকূল প্লাবিত হয়ে যায় আর এই জন্যই এই বন্যা । কিন্তু যথারীতি সমস্যার সমাধানের দিকে দৃকপাত না করে শুরু হয়ে গেছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের চাপানউতোর ।

পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগরের পক্ষ থেকে আমরা দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলির এই ক্রমহ্রাসমান নাব্যতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব । হাওড়া হুগলি এই দুটি জেলার নদীগুলি মূলতঃ গঙ্গা এবং দামোদরের শাখানদী । রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রীসভা শপথগ্রহণের পর আমরা পরিবেশ মন্ত্রী মাননীয়া রত্না দে নাগ মহাশয়াকে এই বিষয়ে, বিশেষ করে সরস্বতী নদীর নাব্যতা নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও পেশ করেছি ।

প্রায়শই আমরা একথা শুনি যে রাজ্যের কোষাগার ফাঁকা অথচ বিভিন্ন ক্লাব কিংবা পূজাকমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়ার কাজ কিন্তু থেমে নেই ! এছাড়া, বন্যার ফলে প্লাবিত এলাকাগুলিতে যে ক্ষতি সাধিত হয় তার মেরামতির জন্যও সরকারি অর্থের ব্যয় হয় । এই জাতীয় দান-খয়রাত ও আমোদপ্রমোদের পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ না করে সেই টাকা যদি নদীর পলি সরানো এবং আবর্জনা মুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হত, তাহলে এই ধরনের বন্যার ঘটনা আদৌ ঘটতোই না । নদীগর্ভের গভীরতা সঠিক থাকতো, নদীর দুকূল উপচে এলাকার পর এলাকা প্লাবিত হত না, অক্ষুন্ন থাকত নদীর নাব্যতা, নদীর জলকে সেচ সহ অন্যান্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেত ।

কয়েক বছর আগেও এই রাজ্যে একশো দিনের কাজের মাধ্যমে নদীর পলি সরানোর কাজ করানো হত । আমরা জানিনা, কোন অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ ক্রমশঃ কমতে কমতে এখন প্রায় শূন্যের কাছাকাছি পৌছে গেছে । নদীর নাব্যতা অটুট রাখার বিষয়ে সরকারের এই গা-ছাড়া মনোভাবের বিষময় ফল ভুগছেন রাজ্যের মানুষ । এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে রাজ্যের বিভিন্ন জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়টিও ।

আজ থেকে বহু বছর আগে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বারংবার জোর দিয়েছিলেন এই জলাভূমি সংরক্ষণ এবং নদীর নাব্যতাকে অক্ষুন্ন রাখার বিষয়গুলির উপর । আমাদের সরকার যথাযথ গুরুত্ব দেননি তাঁর মতামতকে । তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের নদী এবং নদীর বহমানতা নিয়ে সঠিকভাবে কোন পরিকল্পনাও গৃহীত হয়নি । তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন দেশের নদী সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য পৃথক মন্ত্রক স্থাপনের । আমরা সেচ দপ্তরের কথা ভেবেছি, নদীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা অর্চনা করতে শিখেছি কিন্তু নদীর প্রতি একটি সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি । যে নদীকে ঘিরে সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস রচিত হয়েছে সেই নদীর সঠিক দেখভাল চিরকালই থেকে গেছে আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে ।

যতটা গুরুত্ব দিয়ে নদী বাঁধপ্রকল্পগুলিকে দেখা হয় তার একটা ভগ্নাংশও যদি উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলিতে দেয়া হত, আজকের এই ঘন ঘন প্লাবন ও বন্যার দৃশ্য সম্ভবতঃ দেখতে হত না । প্রাণ হারাতে হত না ওই কিশোরী বালিকাটিকে । বানভাসি মানুষের ক্রন্দনে, হাহাকারে জর্জরিত হত না জনপদের পর জনপদ । এমত অবস্থায় আমাদের আবেদন ও দাবি অনতিবিলম্বে পূর্ব কোলকাতা থেকে শুরু করে হাওড়া হুগলি সহ রাজ্যের সব জলাভূমির সংরক্ষণ এবং দক্ষিণবঙ্গ সহ সমগ্র রাজ্য জুড়ে নদীগর্ভকে পলি ও আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । যে কোন মূল্যে নদীগুলির নাব্যতা ফিরিয়ে এনে এই ধরনের বন্যার প্রকোপ কমাতেই হবে ।

বিনীত,

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি

শংকর কুশারী
সম্পাদক
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর
চন্দননগর, ৪ আগস্ট ২০২১